History of Sanskrit poetry

Q.1 What is Champu? Give an account of Champu Kavya's in Sanskrit? — চম্পূকাব্য

Ans ⇒

ভূমিকা :- সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে বিশেষভাবে রচিত কাব্য খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। গদ্য পদ্যময় এই রচনার নাম চম্পূ। আলংকারিকগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা করেননি। কেউ কেউ শুধু চম্পূ কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আচার্য দণ্ডী বলেছেন — 'গদ্য পদ্যময়ী কাচিচম্পূরিত্যভিধীয়তে।' পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ বলেছেন — 'গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে।'

সংস্কৃত চম্পূকাব্যের শ্রেণীবিভাগ : কাহিনী অনুসারে সংস্কৃত চম্পূকাব্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — রামায়ণ-আশ্রিত, মহাভারত-আশ্রিত, পুরাণ-আশ্রিত, জীবন চরিত-আশ্রিত, কৃষ্ণ-লীলা আশ্রিত এবং ইতিহাস-আশ্রিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চম্পূকাব্যের বিবরণ :

① নলচম্পূ :- চম্পূ কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল নলচম্পূ। কবি ত্রিবিক্রমভট্ট দশম খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের নলদময়ন্তী উপাখ্যান অবলম্বনে সাত উচ্ছ্বাসে এই কাব্য রচনা করেন।

কবি ত্রিবিক্রমভট্ট ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীধরের পৌত্র

Scanned by CamScanner

এবং নেমাদিত্যের পুত্র। রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা তৃতীয় ইন্দ্রের (৯১৪-১৬) রাজত্বকালে ও সরস্বতীর কৃপায় পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিবিক্রম রাজসভাকবির মর্যাদা লাভ করেন। কিংবদন্তী অনুসারে কবি রাজসভায় পিতার অনুপস্থিতি কালে তারই প্রতিস্পর্ধী কোনো কবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নলচম্পূকাব্য রচনা করেন।

✱(ii) **মদালসা চম্পূ** :- এই কাব্যটিও ত্রিবিক্রমভট্টের মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত রাজা কুবলয়াশ্ব ও রাজকুমারী মদালসার কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্যটি রচিত। নলচম্পূ অপেক্ষা এর রচনারীতি সরল ও সাবলীল;

✱(iii) **রামায়ণ চম্পূ** :- বিদর্ভের রাজা ভোজ একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করেন। এখানে প্রথমে বাল্মীকি-রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত ছিল। পরবর্তী কালে লক্ষ্মণ সূরি, রাজচূড়ামণি দীক্ষিত, ঘনশ্যামকবি, মুক্তীশ্বর দীক্ষিত, প্রমুখ কবিগণ অবশিষ্ট অংশগুলি যুক্ত করেন।

সাবলীল গদ্য, নাটকীয়তা, মনোরম প্রাকৃতিক বর্ণনা, পরিমিত আবেগ, চরিত্র চিত্রণ প্রভৃতি গুণে কাব্যটি অতি উৎকৃষ্ট।

✱(iv) **ভারত চম্পূ** :- একাদশ খ্রীষ্টাব্দে কবি অনন্তভট্ট এই কাব্য রচনা করেন। এখানে দ্বাদশ স্তবকে মহাভারতের সমগ্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

কবি কুরু-পাণ্ডবদের কাহিনী প্রধান উপজীব্য করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক কাহিনী বাদ দিয়েছেন। কবি যমক অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলংকারের বহুল প্রয়োগ এবং ওজোগুণের সন্নিবেশে কাব্যটিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছেন।

Scanned by CamScanner

*v) **যশস্তিলক চম্পু** :- প্রখ্যাত জৈনাচার্য সোমদেব ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গুণভদ্রের উত্তরপুরাণে বর্ণিত যশোধরের জীবন-চরিত অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করেন। সোমদেব রাষ্ট্রকূট বল্লভ রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন।

সোমদেব বাণভট্টের রচনারীতির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলংকারের সার্থক প্রয়োগে, শব্দ-অর্থ, ধর্মীয় তত্ত্ব ও নীতির অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধানে সোমদেব পাণ্ডিত্য ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করেছেন।

*vi) **জীবন্ধর চম্পু** :- বাদীভসিংহ বিশেষণে ভূষিত কবি হরিচন্দ্র উত্তরপুরাণে বর্ণিত জীবন্ধরের পবিত্র কাহিনী নিয়ে এই কাব্য রচনা করেন। কবির অন্য দুটি ~~কাব্য~~ গ্রন্থ — গদ্যচূড়ামণি ও ক্ষত্রচূড়ামণি। কবি হরিচন্দ্র দণ্ডী ও বাণভট্টের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। ধর্মীয় রচনা রূপে তার কাব্য শৈলী সমাদৃত। বাণভট্ট ভট্টার হরিচন্দ্রের রাজকীয় প্রবন্ধের প্রশংসা করেছেন।

*vii) **ভাগবত চম্পু** : কৃষ্ণকথা আশ্রিত এই কাব্যটি অভিনব কালিদাসের রচনা। তিনি সম্ভবত একাদশ খ্রীষ্টাব্দের কবি। তার আরো তিনটি রচনা — অভিনব-ভারত চম্পু, ভাগবত-পাদসপ্তশতী ও কলিবিড়ম্বন।

*viii) **গোপাল চম্পু** :- বৈষ্ণব ভক্ত কবি জীব গোস্বামী ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করেন (রচনাকাল ১৫৮৯—১৫৯২)

*ix) **আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু** :- কবি ~~কবিপুর~~ কর্ণপুর পরমানন্দদাস রচিত বিশালকায় এই গ্রন্থে 22 টি স্তবক শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মূল কাহিনী গুলি ভাগবতের অনুসরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাব্যে কবির ভক্তি-

চেতনা ও কবিত্ব শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কৃষ্ণলীলার প্রেক্ষাপটে রসপেশল মনোমুগ্ধকর বর্ণনা খুব কমই পাওয়া যায়।

* **অন্যান্য চম্পূকাব্যের বিবরণ** :- ভাগবত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-কাহিনী অবলম্বনে আরো কিছু চম্পূ কাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — চিদম্বর, অনন্তভট্ট, রামচন্দ্র ও রাজনাথের ভাগবত চম্পূ, কবি সম্রাটের বাল ভাগবত, মিত্র-মিশ্রের আনন্দ কন্দ চম্পূ।

পুরাণ ও ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় কেশব ভট্টের, দৈবজ্ঞ সূর্য ও ~~সঙ্কর্ষণের~~ সঙ্কর্ষণের নৃসিংহ চম্পূ।

বারানসীর প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শেষকৃষ্ণ রচনা করেন পারিজাত হরণ চম্পূ। কেরলের কবি নারায়ণ ভট্ট রচনা করেন পাঞ্চালী স্বয়ম্বর, স্বাহাসুধাকর চম্পূ। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত রচনা করেন নীলকণ্ঠ বিজয় চম্পূ।

এছাড়া রাম কবির রামাভ্যুদয়, দিবাকরের অমোঘ-রাঘব, শ্রীনিবাসের রামকথা সূর্যোদয়, অনন্তাচার্যের চম্পূ-রাঘব, দেবরাজের রামাভিষেক, রঘুনাথ স্বামীর সীতা চম্পূ, অম্মল কবির রুক্মিণী পরিণয়। রামেশ্বরের পার্বতী পরিণয়। নৃসিংহের ত্রিপুর বিজয়, পরশুরামের কৃষ্ণচম্পূ, চিরঞ্জীবের মাধব চম্পূ প্রভৃতি অসংখ্য চম্পূ কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

উপসংহার : সংস্কৃত চম্পূ কাব্যগুলি মূলত কৃত্রিম রচনা। ভারবি ও বাণভট্টের হাতে যে কৃত্রিম রচনার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুসরণ করেই চম্পূ কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। পাঠকের মনে চমক লাগানোই চম্পূ কাব্যের কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

Scanned by CamScanner

আবার অনেক ক্ষেত্রেই রচনা হয়েছে দুর্বোধ্য। সে যাইহোক এক পৃথক শ্রেণীর পরীক্ষামূলক রচনা হিসাবে চম্পূ কাব্য-গুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। Dr. S.N. Dasgupta চম্পূ কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন — "Excepting rarely outstanding treatment here and there, the large number of Campus that exist scarcely shows any special characteristics in matter and manner which is not already familiar to us from the regular metrical and prose Kavya."

③ Historical Kavaya The most weak point of Sanskrit literature — discuss the statement with illustrations.

* ঐতিহাসিক কাব্য

Ans ⇒

সাধারণ ভাবে আমরা ইতিহাস বলতে যা বুঝি প্রাচীন ভারতবর্ষে সেরকম ইতিহাস ছিল না। বর্তমান যুগে ইতিহাসকে History-র সমার্থক রূপে ধরা হয়। 'The Columbia Encyclopedia-তে বলা হয়েছে — 'History in its broadest sense is the story of mans past. More specially it means the record of that past not only in chronicles and treaties on the past, but in all sorts of forms.'

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঋকবেদ উপোদ্ঘাতে বলা হয়েছে — 'দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয়ঃ ইতিহাসঃ।'

নিরুক্তে বলা হয়েছে — 'বিদ্যমানভূত ইতি হ এবমাসীৎ ইতি য উচ্যতে স ইতিহাসঃ।'

কৌটিল্য বলেছেন — 'পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতি ইতিহাসঃ।'

অমরকোষে বলা হয়েছে — 'ইতিহাসঃ পুরাবৃত্তম্।'

প্রাচীন আলোচনা থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ইতিহাস শব্দটি আধুনিক ইতিহাস বা History-র মতো নয়। ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি — 'ইতি হ আস।'

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, সেই রকমই ছিল। অতএব শুধুমাত্র যথাযথ বাস্তব ঘটনাই নয়। প্রাচীন কাহিনী, আখ্যান, লোককথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেইসব গুলিকেই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

* ভারতবর্ষে যথার্থ ইতিহাসিক রচনার অভাবের কারণ :-

■ ইতিহাস রচনার উদাসীনতা :- জাতী ইহ সর্বস্ব না হলে জেনো কিছুকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করে না। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে যে কোনো ধর্মের স্রোত ভারতবাসীর চিন্তা ও বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার মূল কথা হল ইহলোক ছেড়ে পরলোকের কথা চিন্তা করা। ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবে ভারতবাসীর বোধ, মনন, চিন্তা ও কর্ম ইহজগৎ ও ইহজগৎকে ত্যাগ করতে শিখিয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনা, উপনিষদের কর্ম-বিমুখ, ভাববাদী দর্শন, জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদ, প্রবীন প্রবীন ধর্ম-দর্শন ভক্তির প্রতি আদর্শ অপেক্ষা পারলৌকিক কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠান, ত্যাগের আদর্শ প্রভৃতির প্রভাবে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবাসীদের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় উদাসীন করেছে।

■ প্রতিকূল রাজনীতি ও জাতীয়তাবোধের অভাব :- দেশ ও জাতীর ইতিহাস রচনার প্রেরণা আসে জাতীয়তাবোধ থেকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিহাস রচনার অনুকূল ছিল না। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এক রাজবংশের সঙ্গে অন্য রাজবংশের বা এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের যুদ্ধবিগ্রহ

Scanned by CamScanner

লেখেই থাকত । ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেনি ।

জাতীয় সংকট উপস্থিত হলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে । ভারতবর্ষে তা কোনোদিন ঘটেনি । আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করলে একমাত্র পুরু ছাড়া আর কোনো রাজা বাধা দেননি । তাছাড়া সুদীর্ঘকাল বিদেশীরা আমাদের দেশ শাসন করেছে । জাতীয় ঐক্য কোনো বোধ ছিল না বলে ভারতবর্ষে জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়নি । পণ্ডিত A.B. Keeth এই প্রসঙ্গে বলেছেন — 'It may be that india failed to produce historians because the great political events which affected her during the period up to A.D. 1200 .'

■ **যথার্থ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব :-** প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে প্রামাণিক বহু উপাদান পাওয়া যায় । পুরাণের রাজবংশাবলী, শিলালেখ, তাম্রলেখ, জৈন পট্টাবলী প্রভৃতির মধ্যে, গদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্যে নাটক এবং ঐতিহাসিক কাব্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান থাকলেও সেগুলি সবসময় সত্যনিষ্ঠ নয়, ইতিহাস নয় ।

সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির পটভূমিকায় ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণ নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কাজ । রাজতন্ত্র-পরিচালিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান এবং রাজন্যমণ্ডলী ও তাদের আশ্রিত কবি-সাহিত্যিকদের জীবন~~কথা~~যাত্রা সম্পর্কিত তথ্যের অভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত । তাই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস রচিত হয়নি ।

সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব আছে ঠিকই, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব ছিল — একথা বলা যায় না । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "যথার্থ ইতিহাস-বোধের অভাব

ছিল বলিয়াই সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক সাহিত্য অথবা ইতিহাসভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীরও সম্পূর্ণ অভাব ছিল না, — এমন বলা চলে। অথচ উচ্চাঙ্গ ইতিহাস লিখন-প্রণালী সম্পর্কে প্রাচীন ভারতেও প্রকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বযুগে সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের অভাব ঘটে নাই। রাজতরঙ্গিণী অথবা কাশ্মীরের ইতিহাস প্রণেতা ~~কল্হ~~ কলহন দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী প্রণয়নে যেসকল আদর্শ এবং প্রণালীর কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সে যুগেও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার মূল সূত্র গুলি তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান :- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপাদান নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। যেমন - পুরাণের রাজবংশাবলীর বিবরণ, বিভিন্ন প্রশস্তি, প্রত্নলেখ, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যান্য উপাদান, সম্রাট অশোকের লেখসমূহ, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, রাজা ভোজ সম্বন্ধে গোয়ালিয়র প্রশস্তি, তাম্রলেখ, ভূমিদান পত্র প্রভৃতি থেকে ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যথার্থ ইতিহাস না থাকলেও বেশ কিছু ঐতিহাসিক কাব্য আছে। সেগুলির মধ্যেও বিভিন্ন রাজাদের অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যেমন— বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে ধারাধিপতি মুঞ্জের বৃত্তান্ত, কলহনের রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের বিভিন্ন রাজার বৃত্তান্ত, বিলহনের বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে চালুক্যবংশীয়

Scanned by CamScanner

রাজাদের বৃত্তান্ত, জয়ানকের পৃথ্বীরাজবিজয় কাব্যে, সৈন্ধপুরের সর্বশেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ ও তার পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে পালবংশের রাজা রামপালের বৃত্তান্ত, বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহ কাব্যে কনৌজরাজ যশোবর্মার বৃত্তান্ত, নয়চন্দ্রসূরির হম্মীর কাব্যে চৌহান বংশীয় রাজাদের এবং রাজা হম্মীরের ইতিবৃত্ত, চন্দ্রশেখরের সুর্জন চরিতে সম্রাট আকবরের অনুগত ~~সুর্জন~~ নামক রাজার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে।
সুর্জন

উপসংহার :- ইতিহাসের যথাযথ বৈশিষ্ট্য বিচারে সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যগুলি হয়তো যথার্থ ইতিহাস নয়, কবিদের উদ্দেশ্যও তা ছিল না। প্রাচীন আলোচকগণ, মুনি-ঋষি, রাজা প্রভৃতি সকলের জীবনী আলোচনাকেই ইতিহাস বলেছেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উপদেশযুক্ত, অতীত ঘটনাবলী ইতিহাস, সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্যগুলি তৎকালীন ইতিহাসকে কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছে। তাই এগুলি একাধারে ইতিহাস ও কাব্য দুইই। ভারতীয় ঐতিহাসিক কাব্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পণ্ডিত Winternitz বলেছেন — 'The Indian Historical writing was always just a branch of poetry. Chronicles, in which myths and history appear strongly amalgamated or biographical and historical epics and novels or also poems written in praise of Kings are mixed up with historical or semi-historical topics.'

4

Give an account of the influence of the Mahabharata on indian literature. (মহাভারত)

or,

Why is the Mahabharata called শতসাহস্রী সংহিতা? What are its stages? Write a note on the influence of the Mahabharata on indian life, culture and literature

Ans ⇒

ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আধ্যাত্ম চেতনার মূর্তরূপ মহাভারত। কেউ এই গ্রন্থকে বলেছেন পুরাণ, কেউ বলেছেন পুরাণেতিহাস। ব্যাসদেব বলেছেন — 'কাব্যং পরম পূজিতম্।'

Winternitz বলেছেন — 'A whole literature.'

সমগ্র মহাভারতে শতসহস্র বা একলক্ষ শ্লোক আছে বলে একে শতসাহস্রী সংহিতা বলা হয়। সমগ্র মহাভারত কোনো একযুগে রচিত হয়নি। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের সাহায্যে অনুমান করেছেন — মহাভারত তিনটি স্তরে রচিত হয়েছিল।

প্রথম স্তর — আনুমানিক 700 – ৫00 খ্রী: পূর্বাব্দ
দ্বিতীয় স্তর — " ৫00 - 200 " "
তৃতীয় স্তর — " 200 খ্রী: পূর্বাব্দ — ৩৫0 খ্রীষ্টাব্দ

ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে মহাভারতের প্রভাব :-

মহাভারত যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের জনজীবনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে আসছে। একদিকে যেমন মহাভারতের চরিত্রগুলির প্রভাব মানুষের জীবনে পড়েছে তেমনি অন্যদিকে মানুষের ধর্ম, কর্ম ও ভক্তি জগতেও সমান ভাবে এর প্রভাব পড়েছে। ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের উদার চরিত্র,

Scanned by CamScanner

অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অর্জুনের পৌরুষ, ভীমের পরাক্রম এবং সর্বোপরি যুধিষ্ঠিরের প্রতি অন্যান্য ভাইদের আনুগত্য প্রতিটি মানুষের অনুস্মরণীয়। দ্রৌপদীর অপরিসীম তেজ, গান্ধারীর ধার্মিকতা, কুন্তীর ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদী নারীকুলের আদরণীয় ধর্ম। আবার সূত পুত্র কর্ণ তার দৈবাহত জন্মকে উপেক্ষা করে পৌরুষ ও দানের কীর্তি ঘোষণা করেছেন। এছাড়া ভীষ্মের আত্মত্যাগ, বিদুরের নীতি পরায়নতা প্রভৃতি ভারতীয় জীবনে চিরকাল নৈতিক প্রেরনা দান করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্মপ্রচারের জন্য অবিচ্ছেদ্য মহাভারত এদেশের প্রাচ্যের এবং গীতার মর্মবানী আমাদের কর্মজীবনে ও ভাবজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যে আপাত বিরোধ আছে, সেই সব বিরোধের মীমাংসা করে গীতা সমস্ত মত ও পথের সামঞ্জস্য সাধন করেছে। নীতি শাস্ত্র হিসাবে, দর্শন হিসাবে, এবং ইতিহাস হিসাবে মহাভারত ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভারতীয় সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব :- ভারতবর্ষের সাহিত্য ক্ষেত্রে মহাভারতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য কাব্য, নাটক, মহাকাব্য, চম্পূকাব্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে।

→ **মহাকাব্য :-** ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম, মাঘের শিশুপালবধ, নীতি বর্মার কীচকবধ, বাসুদেবের যুধিষ্ঠির বিজয়, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, বস্তুপালের নরনারায়নানন্দ, অমরচন্দ্রসূরির বালভারত প্রভৃতি।

→ **নাট্যকৃতি :-** ভাসের মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, উরুভঙ্গ, ভাসের দূত ঘটোৎকচ, ও পঞ্চরাত্র, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম, ভট্টনারায়নের বেণীসংহার, কুলশেখরের

তপতীহরন ও সুভদ্রা-ধনঞ্জয়, প্রহ্লাদন দেবের পার্থপরাক্রম, রাজশেখরের বাল ভারত, বৎসরাজের সমুদ্রমন্থন, কাঞ্চন পণ্ডিতের ধনঞ্জয় বিজয়, কুমারপালের দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, রামচন্দ্রের নির্ভয় ভীম, মোক্ষাদিত্যের ভীম বিক্রম ব্যায়োগ প্রভৃতি।

→ **চম্পূকাব্য** :- মহাভারত অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য চম্পূ কাব্যগুলি হল — ত্রিবিক্রম ভট্টের নলচম্পূ, অনন্তভট্টের ভারতচম্পূ, চক্রকবির দ্রৌপদী-পরিণয়, অম্মল কবির রুক্মিণী পরিণয়, সুভদ্রাহরণ প্রভৃতি।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব :- বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মাচার্য মহাভারতের কাহিনীর আদর্শে কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিধুর পণ্ডিত জাতকে অঙ্কিত বিধুর চরিত্রটি মহাভারতের বিদুরের আদর্শে পরিকল্পিত। ঘট জাতকে কৃষ্ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

জৈন কবিগনও মহাভারত অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ~~হলেন~~ হল — জিনসেন রচিত হরিবংশ পুরাণ, গুনভদ্রের উত্তর পুরাণ, শিলাচার্যের চৌপন্ন মহাপুরিসচরিঅ, শুভচন্দ্রের জৈন মহাভারত বা পাণ্ডব পুরাণ প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব :- বাংলায় কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত ঘরে ঘরে পঠিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার-কাব্য, গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাণ্ডব গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, প্রভৃতি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

Scanned by CamScanner

উপসংহার :- মহাভারত আমাদের জাতীয় জীবনের মূলাধার। আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে সার্থক রসসঞ্চারী এবং আমাদের অন্তরের মর্মবাণী। যুগে যুগে এই বাণী অক্ষয় শান্তি বহন করে আনে। কাশীরাম দাস যথার্থই বলেছেন — 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।'

মহাভারতের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পণ্ডিত Winternitz বলেছেন — "It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an epic and a poem. Indeed in a certain sense, the Mahabharata is not one poetic production, but a whole literature."

Annie Besant বলেছেন — "The Mahabharata is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study."

Scanned by CamScanner

* রামায়ন

ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে রামায়নের প্রভাব :-

ভারতবর্ষের সমাজজীবনে রামায়নের প্রভাব বহু ব্যাপক। স্বধর্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক রামচন্দ্র। তার পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, সংযম, বৈর্য, পৌরুষত্ব, এবং প্রজা পালনের মাহাত্ম্যে তিনি দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় হিন্দুরা অনেক সময়েই বিশেষ করে কুশল বিনিময় কালে বিপদের সময়ে, এমন কি ভূত-প্রেত থেকে ভয়ের ক্ষেত্রেও রামের নাম উচ্চারন করেন। সীতা পতিব্রতা ও সতী নারী হিসাবে প্রাতঃস্মরনীয়া। রামায়ন ধর্মগ্রন্থ হিসাবে সর্বত্র শ্রদ্ধা সহকারে পূজিত হয়। নানা ধর্মানুষ্ঠানে রামায়নের শ্লোক আবৃত্তি হয়। রামায়নের উচ্চ আদর্শ আমাদের সমাজ ও জীবনের পথ প্রদর্শক।

অটল প্রভু ভক্তির জন্য হনুমান ও মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের মানুষ রাম রাজ্যকেই আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসাবে মনে করে। এই রামরাজ্য বলতে সুখ-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর সমাজ জীবনকেই বোঝায়। সূত ও চারনগন মুখে মুখে যে রামায়ন কাহিনী প্রচার করতো, তা থেকেই প্রচলিত হয়েছিল লোকায়ত রামায়ন পালাগানের।

দৈনন্দিন জীবনেও রামায়নের প্রভাব অপরিসীম। ভারতবর্ষে শুভ শক্তির প্রতীক হিসাবে রামকে এবং অশুভ শক্তির প্রতীক হিসাবে রাবনকে দেখা যায়। কোনো বিশ্বাসঘাতক স্বজনকে বলা হয় 'ঘরের শত্রু বিভীষন'। অত্যাধিক অহংকারীর বিনাশ বোঝাতে বলা হয় — 'অতিদর্পে হত লঙ্কা'। কুমন্ত্রণা দাতা কোনো নারীকে মন্থরার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই ভাবে দেখা যায় রামায়ন আমাদের জীবন ধারাকে গভীর ভাবে ছেয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন — 'এই রামায়ন কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধবনিতা, আপামর সাধারন যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে; কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।'

* **ভারতীয় সাহিত্যে রামায়নের প্রভাব :-** ভারতবর্ষের অনেক কবি-সাহিত্যিক বিশেষ করে সংস্কৃত কবিগন রামায়ন থেকে তাদের রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দের শেষ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর রামভদ্র দীক্ষিত পর্যন্ত অনেক কবি-নাট্যকার রামায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

রামায়ন অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক :- ভাসের প্রতিমা ও অভিষেক নাটক, ভবভূতির মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত, অনঙ্গহর্ষের উদাত্তরাঘব, শক্তিভদ্রের আশ্চর্য চূড়ামণি, মুরারির অনর্ঘরাঘব, দিঙনাগের কুন্দমালা, রাজশেখরের বাল রামায়ন, জয়দেবের প্রসন্নরাঘব, দামোদর মিশ্রের বা মধুসূদন মিশ্র কর্তৃক সংকলিত হনুমন্নাটক বা মহানাটক।

রামায়ন অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য :- কালিদাসের রঘুবংশ, ভর্তৃহরি বা ভট্টির রাবনবধ বা ভট্টিকাব্য, কুমারদাসের জানকীহরন, অভিনন্দের রামচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ন মঞ্জরী।

রামায়ন অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য চম্পূকাব্য :- রাজা ভোজের রামায়ন চম্পূ, রামকবির রামাভ্যুদয়, দিবাকরের অমোঘরাঘব, শ্রীনিবাসের রামকথা সুধোদয়, অনন্তাচার্যের চম্পূরাঘব, দেবরাজের রামাভিষেক, পতঞ্জলীর সীতাবিজয় চম্পূ, রামেশ স্বামীর সীতা চম্পূ প্রভৃতি।

রামায়নের বীর্যতত্ত্ব ও আদর্শ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ :- রামায়নের তত্ত্ব অবলম্বনে পরবর্তীকালে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলি হল — অদ্ভুত রামায়ন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ন, অধ্যাত্ম রামায়ন, আনন্দ রামায়ন, তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ন, ভূশুণ্ডি রামায়ন, মন্ত্র রামায়ন প্রভৃতি।

বৌদ্ধ সাহিত্যে রামায়নের প্রভাব :- রামায়নের তত্ত্ব অবলম্বনে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — পালি জাতকের জাতকথা বর্ননা এবং সুত্ত পিটকের খুদ্দ কালিঙ্গে।

রামায়ণ অবলম্বনে রচিত উল্লেখযোগ্য জৈন গ্রন্থ :- বিমল সূরির পউমচরিঅ, গুণভদ্রের উত্তরপুরাণ, রবিষেণের পদ্ম চরিত, হিদাসের রামদেবপুরাণ, হেমচন্দ্রের রামচরিত প্রভৃতি।

প্রাদেশিক সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব :- বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের উপরেও রামায়ণের প্রভাব যথেষ্ট। তামিল ভাষায় কম্ব রামায়ণ, কানাড়া বা কন্নড় ভাষায় তোরবেয় রামায়ণ, হিন্দি ভাষায় রামচরিতমানস বিশেষ জনপ্রিয়। বাংলায় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ ঘরে ঘরে পঠিত হয়। এছাড়া গুজরাটি, মারাঠি, তেলুগু, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব যথেষ্ট।

বাংলায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, গিরিশ ঘোষের রাবণবধ, সীতার বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি নাটক রামায়ণ অবলম্বনেই রচিত। রবীন্দ্রনাথও রামায়ণের দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছেন।

উপসংহার :- রামায়ণ পুরনো হলেও তার কথা কখনো পুরনো হয় না। নতুন যুগে নতুন মূল্যবোধের নিরিখে তা নিত্য-নতুন হয়ে ওঠে। তাই তার আবেদন চিরকালের। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —— "আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে বাজে মানবের কানে।"

—— আমাদের আশা যুগে যুগে সেই মহাসঙ্গীত মানবের কানে কানে বাজবে এবং রেখাবর যে বাণী চিরন্তনীত তা মূর্ত হয়ে উঠবে। ——

" যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥"